উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

'জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন, ২০১৬'

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

২৪ ডিসেম্বর, ২০১৬; শনিবার

সকাল ১০:০০ ঘটিকা

বিচারপতি জনাব সুরেন্দ্র কুমার সিনহা

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি

জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন ২০১৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা;

বিশেষ অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি;

বাংলাদেশের সাবেক মাননীয় প্রধান বিচারপতি পরম শ্রদ্ধাভাজন জনাব মাহমুদুল আমীন চৌধুরী এবং

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহ্মেদ পলক;

সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিবৃন্দ;

জেলা পর্যায়ের সকল স্তরের বিচারকগণ;

দাতা সংস্থার ও a2i প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ;

প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সদস্যগণ;

সম্মানিত সুধীমন্ডলী, ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ ।

শুভ সকাল ।

দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর, লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে আমরা হয়েছি স্বাধীন, পেয়েছি সার্বভৌম বাংলাদেশ । আমাদের এ স্বাধীনতা একদিকে যেমন বেদনার, অন্যদিকে বীরত্বের এবং পরম গৌরবের । আমার বক্তব্যের শুরুতেই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন এক স্বাধীন বিচার বিভাগের- যেখানে শোষিত, নির্যাতিত এবং অসহায় মানুষ স্বল্প খরচে দ্রুত ন্যায়বিচার পাবে । যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ-সে বীর

মুক্তিযোদ্ধা ও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আজকের এ বিজয়ের মাসে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও গভীর শ্রদ্ধা। ২ লক্ষ মা-বোন যারা স্বাধীনতার জন্য সম্ভ্রম হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা, আন্তরিক ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা। আজকের এ অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বাংলাদেশের সাবেক মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব মাহমুদুল আমীন চৌধুরী উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। তাই সকল বিচারকদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর কৃতজ্ঞতা। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। আপনারা জানেন বিচার বিভাগের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার প্রত্যাশায় আজকের এ সম্মেলন।

২। বিচার বিভাগের গুরুত্ব ঃ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ; আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব এবং স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে বিধৃত রয়েছে। তাই বলা হয়-"The system of checks and balances is applicable to all three and none must overstep their respective limits. The inevitable tension between the organs must be viewed as a creative one, which ultimately results in strengthening the foundations of constitutionalism"। তিনটি অঙ্গের মধ্যে বিচার বিভাগ এর সীমিত সম্পদ ও বাজেটের মাধ্যমে নিরন্তর দায়িত্ব পালন করছে। বিচার বিভাগ- এর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একটি দেশের বিচার বিভাগের দক্ষতা এবং দ্রুত বিচারের উপর ভিত্তি করে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হয়। সর্বোপরি, বিচার বিভাগের কর্ম দক্ষতার উপর একটি দেশের সভ্যতার মাপকাঠি পরিস্ফুট হয়ে উঠে। অন্যকথায় বলা যায় যে, কোনো দেশের সরকারের কৃতিত্ব পরিমাপ করার সর্বোত্তম মাপকাঠি হচ্ছে তাঁর বিচার বিভাগের দক্ষতা ও যোগ্যতা।

৩। বিচার বিভাগের অবদান

দেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল করতে বিচার বিভাগের অবদান অন্য কোনো বিভাগের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এ পর্যন্ত রাষ্ট্রের সকল ক্রান্তিলগ্নে বিচার বিভাগ উজ্জল দৃষ্টান্ত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। যেখানে রাষ্ট্রের অন্য সকল বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হয়েছে বিচার বিভাগ সেখানে ও সমহিমায় উজ্জল। এর কিছু দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

(ক) বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার

বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে নৃশংসভাবে হত্যাকারীদের রক্ষার জন্য Indemnity আইন প্রণীত করে দীর্ঘদিন বিচার কাজ বন্ধ করা হয়েছিল, সুপ্রীম কোর্ট তা অবৈধ বলে ঘোষণা করে। হত্যার বিচার করে অপরাধীদেরকে আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করেছে বিচার বিভাগ।

(খ) চার জাতীয় নেতার হত্যার বিচার

কারা অন্তরালে নৃশংসভাবে চার জাতীয় নেতাকে হত্যার বিচার কাজও বন্ধ করা হয়েছিল। এর বিচার স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করে, বিচার বিভাগ একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

(গ) যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

আপনারা সবাই অবগত আছেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীর সহায়তায় স্থানীয় রাজাকাররা আমাদের দেশে নৃশংসতা চালায়। তারা ৩০ লাখ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, নিপীড়ন চালায় দুই লাখ নারীর ওপর, এর পরও তারা প্রায় চার দশক বিচারহীনতার সুযোগ ভোগ করে। এদেশের রাজাকার এবং আলবদর, আলশামসের সদস্যরা নতুন দেশটিকে মেধাশূন্য করতে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বিজয় ক্ষণের প্রাক্কালে বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটনে যারা সহায়তা জুগিয়েছিল সেই যুদ্ধাপরাধীদের ৪২ বছর পর বিচারের মুখোমুখি করা হয়। তাদের কয়েকজনকে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩-এর আওতায় আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হয়েছে। বিচার কাজ এখনো চলছে। বিচার বিভাগ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী অনেক Veteran যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে জনগণ তথা বিশ্ববাসীর আস্থা অর্জন করেছে। এ বিচার নুরেমবার্গ, সার্বিয়া ও কম্বোডিয়ার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সমপর্যায়ের স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ফলে সমগ্র জাতির দীর্ঘ দিনের কাঙ্খিত বিচার পাওয়ার প্রত্যাশা অনেকাংশেই পূরণ হয়েছে।

(ঘ) জেএমবি এবং জঙ্গিদের বিচারের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের অবদান

জেএমবির নাশকতামূলক কর্মকান্ড ও বিচারক হত্যা মামলার রায় প্রদান করে সব ধরণের সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স দেখিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং আইনের শাসন সুদৃঢ় করেছে বিচার বিভাগ।

(ঙ) ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলা

১০ ট্রাক অস্ত্র মামলায় দ্রুত বিচার করে বিচার বিভাগ এধরনের ঘৃণিত অপরাধীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

(চ) বিডিআর হত্যাকান্ডের বিচার

পূর্বতন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বিডিআর বিদ্রোহ ঘটিয়ে সরকার তথা পুরো দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। বিডিআর হত্যা মামলা কোন্ আদালতে বিচার হবে সে নিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা ছিল। সর্বোচ্চ আদালত এর উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করে এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান দিয়েছেন। যার ফলে বিডিআর হত্যাকান্ডের মতো জঘন্য অপরাধের দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছে।

(ছ) **নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির বিধান বাতিলঃ**

দেশের সংবিধানে সরকার পরিবর্তন হওয়ার গণতান্ত্রিক বিধান সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। সামরিক শাসন জারী করে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে বারবার ধ্বংস করা হয়েছে। ফলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন হয়নি। একটি বিশেষ মহলের প্ররোচনায় গণতান্ত্রিক সরকারের পরিবর্তে অগণতান্ত্রিক সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করে বিচার বিভাগকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে সাবেক প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালনের কারণে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, গণতন্ত্রকে বিকশিত করার জন্য গণতান্ত্রিক সরকারের প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক সরকারের স্থলে অগণতান্ত্রিক সরকার সমাধান নয়। এটি রাজনীতিবিদদের দেউলিয়াপনা। ত্রয়োদশ সংশোধনীর ফলে অগণতান্ত্রিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনকে একটি মহলের খেয়াল খুশি মত পরিচালনার ব্যবস্থা হয়েছিল। ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন রাষ্ট্রের মূলভিত্তি জনগণের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রের প্রজাতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পরিচয় খর্ব করায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত তা অসাংবিধানিক ও অবৈধ বলে ঘোষণা করে। উক্ত সংশোধনী বাতিল করে গণতান্ত্রিক কাঠামো শক্তিশালী করতে নির্দেশ প্রদান করে বিচার বিভাগ। ফলে জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(জ) পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিল এবং সামরিক শাসন অবৈধ ঘোষণাঃ

যে সংবিধান এদেশের জনগণের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে, সে সংবিধানকে সামরিক ফরমানের মাধ্যমে সংশোধন করে অপবিত্র করা হয়েছে এবং শহীদদের আত্মার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত পঞ্চম সংশোধনী এবং সপ্তম সংশোধনী বাতিল করে ঐতিহাসিক রায় প্রদান করে। পবিত্র সংবিধান থেকে সামরিক আইন তথা সামরিক শাসকদের সংশোধিত ও সন্নিবেশিত বিধানসমূহ মুছে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিচার বিভাগের এই আদেশের ফলে সামরিক শাসনের সম্ভাবনা চিরতরে নির্বাসিত হয়েছে এবং গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যহত করার সুযোগ পরাহত হয়েছে।

(ঝ)বিচারক ও প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট প্রদত্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত :

- Syed Shahidur Rahman (C.A No. 145 of 2005) মামলায় বিচারকদের আচরণ বিধিমালার বিষয়ে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, যেমন-

  "A Judge should dispose of promptly the business of the court including avoiding inordinate delay in delivering judgments/orders. In no case a judgment shall be signed not later than six months of the date of delivery of judgment in exceptional cases."

- Civil Appeal No. 159 of 2010 (এর সঙ্গে আরো ১৬টি মামলায়) মামলায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সরকারী কর্মচারীগণ তাঁদের সার্ভিস সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো রীট মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবে না। তাঁদের Terms and Conditions of Employment বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অবশ্যই প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে যেতে হবে। তাছাড়া, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালকে অন্তবর্তীকালীন আদেশসহ ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়।

- Sukur Ali এর মামলায় আপীল বিভাগ সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, "Death sentence is no longer mandatory"। এখন আইনে নির্দেশাত্মকভাবে মৃত্যুদন্ডের বিধান থাকলেও বিচারক বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করতে পারবে।

- BLAST v. Bangladesh মামলায় আপীল বিভাগ ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার এবং ১৬৭ ধারা অনুযায়ী রিমান্ড সংশোধনী বিষয়ে আদালত এবং পুলিশ প্রশাসনকে পূর্ণাঙ্গ দিক্ নির্দেশনা প্রদান করেছে।

- Gulshan 1 DIT Market, Kachabazar মামলায় আপীল বিভাগ এ মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে,

  ".....The landlords are under obligation to execute and register the sale deeds in proportion to the space in favour of the tenants. In no case the land owners can demand more than the price all ready fixed....."

  এরকম আরো অসংখ্য মামলায় বিচার বিভাগ সুস্পষ্টভাবে সকলের অধিকার রক্ষায় সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে এর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সবসময় সচেষ্ট।

আমরা আজ দেশের সকল বিচারক এখানে সমবেত হয়েছি। বিচার বিভাগীয় সম্মেলনের উদ্দেশ্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যে প্রতিবন্ধকতার এবং সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা চিহ্নিত করা এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করতে আমাদের করণীয় নির্ধারণ। আর সেজন্যই আমি বিচার বিভাগে বিদ্যমান কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরছি।

৪। বিচারক স্বল্পতা

নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিচারকগণ আন্তরিকভাবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করায় বিগত বছরগুলোর তুলনায় মামলা নিষ্পত্তির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশের বিচারকের সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য। আমেরিকায় ১০ লক্ষ মানুষের জন্য ১০৭ জন, কানাডায় ৭৫ জন, ইংল্যান্ডে ৫১ জন, অস্ট্রেলিয়ায় ৪১ জন, ভারতে ১৮ জন বিচারক রয়েছে। অথচ বাংলাদেশে ১০ লক্ষ মানুষের জন্য মাত্র ১০ জন বিচারক রয়েছে। জনসংখ্যা এবং মামলার সংখ্যা অনুপাতে বিচারক নিয়োগ প্রদান করা এখন সময়ের দাবী। বর্তমানে আপীল বিভাগে ৯ জন এবং হাইকোর্ট বিভাগে ৮৯ জন বিচারকের মধ্যে ৩ জন বিচারক International Crimes Tribunal এর বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন। এর মধ্যে ৪ জন বিচারক গুরুতর অসুস্থ। ফলে বিভিন্ন সময় বেঞ্চ গঠনের সময় আমাকে হিমশিম খেতে হয়। এদের মধ্য হতে ২০১৭ সালে ৭ জন বিচারক অবসর গ্রহণ করবেন। ফলে বেঞ্চ গঠনে জটিলতা আরো প্রকট হবে।

৫। দেশের নিম্ন আদালতসমূহে বিচারকের শূন্য পদঃ

নিম্ন আদালতের বিচারকের অনুমোদিত পদ সংখ্যা ১৬৫৫; এর মধ্যে ৩৮৭টি পদ শূন্য রয়েছে। অবশিষ্ট ১২৬৮ জন বিচারক দ্বারা ২৭ লক্ষাধিক মামলা নিষ্পত্তি করা অসম্ভব। তাছাড়া প্রতিদিন নতুন মামলা দায়ের হচ্ছে। সংগত কারণে বর্তমানে শূন্য পদে দ্রুত বিচারক নিয়োগ দেয়া আবশ্যক। সময়মত আইন মন্ত্রণালয় হতে রিকুইজিশন না দেয়া বিচারক নিয়োগ বিলম্বিত হয়। বিদ্যমান বিচারক সংখ্যা কমপক্ষে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করলে মামলা দায়ের এবং নিষ্পত্তির মধ্যে ব্যবধান বহুলাংশে কমে আসবে মর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

৬। বিশেষ আদালতসমূহের স্থান সংকুলানের তীব্র অভাবঃ

প্রায়শই সরকার নূতন আইন করে বিভিন্ন ধরণের ট্রাইব্যুনাল যেমন-নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল, এসিড অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, স্পেশাল জজ, পরিবেশ আদালত, পরিবেশ আপীল আদালত, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি ট্রাইব্যুনাল গঠন করছেন। এ সকল ট্রাইব্যুনালের জন্য কোনো পৃথক আদালত ভবন, পরি-কাঠামো নির্মাণ এবং রেকর্ড রুম ও বসার জায়গা অপরিহার্য হলেও সরকার এ বিষয়ে সবসময় উদাসীন। পৃথক আদালত ভবন, অবকাঠামো না থাকায় ব্রিটিশ আমলের নির্মিত জরা-জীর্ণ ভবনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে একাধিক বিচারক এক এজলাস সময়

ভাগাভাগি করে বিচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন থাকলেও কখনোই তা করা হয়না। ফলে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা এবং জনগনকে কাঙ্খিত সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ আদালতে পৃথক রেকর্ড রুম না থাকায় রেকর্ড সংরক্ষণে তীব্র অসুবিধা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৭। যোগ্য বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা:

প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা নিজেদের প্রয়োজন এবং পছন্দমত দায়িত্ব প্রদান এবং দপ্তর বন্টন করতে পারেন। তাঁরা ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রাধান্য বিস্তার করতে ব্যস্ত, এতে অনেক মামলার উৎপত্তি হয়। এ ক্ষেত্রেও ব্যত্বয় কেবলমাত্র বিচার বিভাগে। নিম্ন আদালতের বিভিন্ন পদে পদায়নের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি হিসেবে আমি গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে সৎ, দক্ষ ও মেধাবী বিচারক নিয়োগ দিতে চাইলেও আমাকে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

৮। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অবকাঠামোগত সমস্যা:

বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একটি ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে ২০০৭ সালের পহেলা নভেম্বর নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হয়ে এর যাত্রা শুরু করে। অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে পৃথকীকৃত বিচার বিভাগ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে। তীব্র অবকাঠামোগত সমস্যা ও নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দ্রুত ও গুণগত বিচার নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার ফলে বিচার বিভাগের উপর জনগণের আস্থা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় দীর্ঘ ০৯ বছর অতিক্রান্ত হলেও অদ্যাবধি ম্যাজিস্ট্রেসির জন্য পূর্ণাঙ্গ অবকাঠামোগত স্থাপনা নির্মিত হয়নি। ৪২ টি জেলায় ম্যাজিস্ট্রেসি বিল্ডিং নির্মাণের প্রকল্প গৃহীত হলেও এ পর্যন্ত মাত্র ৪টি জেলায় বিল্ডিং আংশিক হস্তান্তর করা হয়েছে। ৮টি জেলায় ম্যাজিস্ট্রেসি বিল্ডিং নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলেও ফার্নিচারের অভাবে তা এখনও ব্যবহার উপযোগী হয়নি। ২১টি জেলায় বিল্ডিং নির্মাণের কাজ ধীর গতিতে চলছে। ৯ টি জেলায় বিল্ডিং নির্মাণ এর কাজ শুরুই হয়নি। অধিকন্তু, ২৫টি জেলা জজ আদালতের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজেও উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে ১৭০জন বিচারককে এজলাস ভাগাভাগি করে বিচার কাজ পরিচালনা করতে হচ্ছে। এতে বিচারিক কর্মঘন্টার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। যা মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তাছাড়াও, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মালখানার এবং পুলিশের অবস্থানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা এবং কোথাও কোথাও একবারেই জায়গা না থাকায় বিচার কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।

আমি বিভিন্ন জেলা আদালত পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করেছি নির্মাণ কাজে গতি সঞ্চারে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। আমি প্রত্যেক জেলার জেলা জজ, জেলা

প্রশাসক ও নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করলেও নির্মাণ কাজের আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি হয়নি। কোনো কোনো জেলায় নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলেও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার, মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের সমন্বয়হীনতার জন্য পাওয়ার হাউজ, সংযোগ সড়ক নির্মিত হয়নি ইত্যাদি অজুহাতে নির্মিত ভবনেও বিচারকার্য পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক টেন্ডারে এ সকল বিষয় বিবেচনা না করায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কাজের ব্যয় বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির অজুহাতে সংশোধিত বরাদ্দ চায়। এতে নির্মাণ কাজের গতি ব্যাহত হয়। যা কোনো মতেই কাম্য নয়।

আইন মন্ত্রণালয়ে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ স্বল্প সময়ের জন্য কর্মরত থাকেন। তাদের প্রশাসনিক ও মন্ত্রণালয় পরিচালনার অভিজ্ঞতা কম। তাঁরা বিচার বিভাগ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। কারণ এ বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ রয়েছে। বিচারকদের মধ্যে প্রশাসনিক কাজে যারা দক্ষ তাদের দিয়ে প্রশাসন চালাতে হয়। ম্যাজিস্ট্রেট বিল্ডিং নির্মাণের সময় বিচারকদেরকে জড়িত করা হয়েছে। বিল্ডিং নির্মাণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিভাগকে দিতে হবে। বিল্ডিং নির্মাণে সমন্বয়হীনতার ফলে নির্মাণ কাজ তেমন অগ্রসর হয়নি। একজন বিচারককে যদি টেন্ডারবাজীতে ঢোকানো হয় তবে সে আর বিচারক থাকবে না। সে ব্যবসায়ী কিংবা অর্থলোভী হয়ে পড়বে। বিচারকেরা যদি বড় ধরনের কেনা-কাটার সাথে যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে বিচারক হিসেবে তাঁর সুনাম প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়, সে আর বিচারক থাকে না।

২ বছর আগে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণের সময় ম্যাজিস্ট্রেসী বিল্ডিং নির্মাণকার্য যে অবস্থায় ছিল, আমার শত চেষ্টার ফলেও সে অবস্থায় রয়েছে। আদালতের স্থান সংকুলানের তীব্র সংকটের বিষয়টি আমি ব্যক্তিগতভাবে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নজরে এনেছি। তা সত্ত্বেও কোন আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া যায়নি।

আপনারা জানেন যে, ২০০৭ সালের ১ নভেম্বরে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসী পৃথকীকরণের পর ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭ সালে ২ মাসে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৮৩,০৯১ টি এবং ২০০৮ সালে ৪,৪২,৭২৫ টি, ২০০৯ সালে ৪,৬২,২৩৫ টি, ২০১০ সালে ৭,০৯,১১২ টি, ২০১১ সালে ৬,৭১,৬২৮ টি, ২০১২ সালে ৭,২৫,৫২৩ টি, ২০১৩ সালে ৬,৬২,০২২ টি, ২০১৪ সালে ৭,৩৪,৩৫৯ টি, ২০১৫ সালে ৮,৪৭,৩৯৮ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। ২০১৬ সালে এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৬,৮২,০৮৫ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসীর জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, জনবল ও অন্যান্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেত।

৯। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালত গঠন সংক্রান্তঃ

নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলাগুলো দ্রুত বিচারের মাধ্যমে অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়ার লক্ষ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রণীত হয়েছে। উক্ত আইন অনুযায়ী একটি জেলায় একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করার বিধান আছে। বর্তমানে দেশের ৪৬টি জেলায় ৫৪টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল রয়েছে। উক্ত আদালতগুলোতে ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে মোট ১,৪০,৫৫৩টি মামলা বিচারাধীন ছিল। তাছাড়া ১৮টি জেলায় জেলা ও দায়রা জজগণ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত আদালতগুলো মামলার ভারে জর্জরিত। ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উক্ত আদালতগুলোতে মামলার সংখ্যা ছিল ১৪,৫০০টি। সর্বমোট ১,৫৫,০৩৩টি মামলা সারাদেশে বিচারাধীন আছে। কোনো কোনো জেলায় একটি আদালতে ৫ হাজারের অধিক মামলা বিচারাধীন আছে। একজন বিচারকের পক্ষে উক্ত মামলাগুলো পরিচালনা করা বাস্তবতার নিরীখে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় আরো অধিক সংখ্যক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা অতীব জরুরী। অন্যথায় এই আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এই বাস্তবতার উপলব্ধি করে আমি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল তৈরি উদ্যেগ নেয়ার নির্দেশনা প্রদান করেছি। আশা করি সরকার এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই বিষয়ে সহযোগিতা করবে।

১০। বিচার বিভাগের জন্য তথ্য ও প্রযুক্তি সুবিধাঃ

মামলা ব্যবস্থাপনায় সংস্কার এবং দক্ষ সেবাদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই। সফ্টওয়্যারের সহায়তায় কোনো মামলার তথ্য এখন সার্চ কমান্ড দিয়ে বের করা সম্ভব। তথ্য প্রযুক্তির সর্বশেষ সুবিধাগুলো ব্যবহার করে সকল নাগরিকের কাছে তাদের পছন্দের ডিভাইসে মামলার তথ্য পাঠানোর কাজটিও নিশ্চিত করা কঠিন কাজ হবে না। সুপ্রীম কোর্টে আমরা তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেক আগেই উপলব্ধি করি। কারণ তথ্য প্রযুক্তি দিয়েই কাজের গতি কয়েক গুণ বৃদ্ধি এবং সেবার জন্য অপেক্ষমান সর্বশেষ ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো সম্ভব। বিচার ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশনের পথে এরই মধ্যে আমরা কিছু এগিয়েও গিয়েছি। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং a2i এর যৌথ উদ্যোগে বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন তৈরি করা হয়েছে। বিচার বিভাগের জন্য মনিটরিং ড্যাস বোর্ড তৈরি করা হচ্ছে। উচ্চ ও নিম্ন আদালতে ই-কোর্ট ব্যবস্থা চালু, ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেকর্ড ধারণ ও সংরক্ষণ, জেলা ভিত্তিক ও কেন্দ্রীয় কারাগারের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সের সুবিধা চালু, দেশের বিচার ব্যবস্থায় ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের প্রচলন এবং বিচারিক কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার তিন বছর মেয়াদি ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প গ্রহণ করার বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টের উদ্যোগে বহুদূর এগিয়েছে। নিম্ন আদালতসহ সুপ্রীম কোর্টে ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প গ্রহণের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করি এবং এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৪০০ কোটি টাকা প্রাথমিক অনুমোদন দেয়া হয়। Pre-ECNAC মিটিং এ আইন,

বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কয়েকজন কর্মকর্তা এ প্রকল্পের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি উত্থাপন করেন। পরবর্তীতে Pre-ECNAC এ পাশ হওয়ার পরও একই মন্ত্রণালয় বিগত ৩১শে অক্টোবর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের পত্রে সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রেরণ স্থগিত রাখার অনুরোধ করে। উক্ত পত্রে এরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়-

> "উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৩/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের অনুষ্ঠিত সভার এতদসংগে সংযুক্ত কার্যবিবরণী মোতাবেক ১২ জুলাই ২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভার কার্যবিবরণীতে "e-Judiciary" প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও বক্তব্য যথাযথভাবে প্রতিফলিত না হওয়ায় উক্ত কার্যবিবরণী সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হলো এবং কার্যবিবরণীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা প্রতিফলিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রেরণ স্থগিত রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো"।

বিচার বিভাগকে ডিজিটালাইজড করার জন্য উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম জরুরী ভিত্তিতে শুরু করার বিষয়ে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে পদক্ষেপ নিতে হবে, অন্যথায় ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটালাইজেশন এর স্বপ্ন অনেকটা অপূর্ণ থেকে যাবে।

১১। Negotiable Instruments Act, 1881 এর সংশোধন বাস্তবতার নিরিখে অপরিহার্য:

দেশের বিভিন্ন আদালতে **Negotiable Instruments Act, 1881**_ এর অধীনে হাজার হাজার মামলা বিচারাধীন আছে। উক্ত মামলাগুলো দায়রা আদালতে বিচার্য হওয়ায় দায়রা আদালতগুলো হত্যা, ডাকাতি তথা অন্যান্য heinous অপরাধের মামলা নিষ্পত্তি না করে উক্ত আইনের মামলাগুলো বিচার কার্যে নিবিষ্ট থাকে। সংগত কারণে, **Negotiable Instruments Act** এর অধীনে মামলাগুলো ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য এবং উক্ত আইনের অপরাধ আপোষযোগ্য করা হলে মামলা নিষ্পত্তির হার বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

১২। দেশের বিভিন্ন আদালতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের ফরমস্ এর সরবরাহ একবারে অপ্রতুল:

দেশের দেওয়ানী, ফৌজদারী ও ট্রাইব্যুনালসহ অন্যান্য আদালতের বিধি কর্তৃক নির্ধারিত ফরম এর ব্যবহার করতে হয়। এই ফরম্সগুলো সরকারের ফরমস্ এন্ড স্টেশনারী ডিপার্টমেন্ট সরবরাহ করার কথা থাকলেও ফরমস্ এন্ড স্টেশনারী ডিপার্টমেন্ট চাহিদা মোতাবেক ফরমস্ সরবরাহ করতে পারছে না। ফলে

বিচারকার্য ব্যহত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এই প্রকট সমস্যা দূরীকরণে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

১৩। <u>দীর্ঘদিন সাক্ষী না আসার ফলে ঝুলে থাকা ফৌজদারী মামলাগুলো নিষ্পত্তিঃ</u>

সংবিধান ৩৫(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকার রয়েছে। দেশের বিভিন্ন আদালতের বিচারকদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, সাক্ষী হাজির না করার ফলে ফৌজদারী মামলা অযথা বিলম্ব হচ্ছে। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭১(২) ধারা অনুযায়ী সাক্ষী হাজির করার দায়িত্ব পুলিশের। অপরাধীদের গ্রেফতার করার চেয়ে সবচেয়ে কঠিন কাজ সৎ ও দক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রতিবেদন দাখিল করত: সাক্ষীদের আদালতে উপস্থিত নিশ্চিত করে প্রকৃত অপরাধীর সাজা নিশ্চিত করা। আমাদের দেশে পুলিশ প্রশাসন অপরাধীদের গ্রেফতার করার ব্যাপারে যতটা পারদর্শী, কিন্তু সাক্ষী উপস্থিতির ক্ষেত্রে ততটা পারদর্শী নয়। সে কারণে মামলার ফলাফল প্রচন্ডভাবে হতাশাজনক হয়। এক্ষেত্রে আমি বিচারকদেরকে Criminal Rules and Orders Vol. I-এর Chapter 33 এর Rules 638(2) ও (3) এর নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য বলবো। তাঁরা *Kamar Ali v. Abdul Mannaf, 39 DLR (HCD) 319* এবং *Md. Taher Uddin v. Abul Kashem & Others, 37 DLR (HCD) 107* মামলায় উল্লেখিত নীতিমালা অনুসরণ তথা all process exhaust করে ফৌজদারী কার্যবিধির 265H অনুযায়ী আসামীকে খালাস দিতে পারেন। সকল প্রসেস জারী করার পরও সাক্ষী হাজির না হলে ম্যাজিস্ট্রেটগণ ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৯ ধারায় মামলার কার্যক্রম বন্ধ করতে পারেন। মনে রাখতে হবে এই পুরাতন মামলা আমাদের জন্য যেমন বিড়ম্বনার তেমনি বিচার প্রার্থীর কাছেও এগুলো বোঝা।

১৪। <u>e-Application software চালুঃ</u>

সম্প্রতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উদ্যোগে অধস্তন আদালতের বিচারকদের ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের বিষয়টি সহজীকরণের লক্ষ্যে e-Application software চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২১টি জেলায় এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং আগামী ১ জানুয়ারী, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে সারাদেশে এর কার্যক্রম শুরু হবে। এই e-Application software ব্যবহারের মাধ্যমে বিচারকদের ছুটি প্রয়োজন হলে সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সফট্ওয়ারে প্রবেশ করবেন, ছুটির কারণ ও সময় লিখে অনুমতি চাইলে রেজিস্ট্রার জেনারেল এর কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাওয়া যাবে। নতুন এ পদ্ধতির মাধ্যমে

ছুটির এ ব্যবস্থা হওয়ায় দ্রুত সময়ের মধ্যে ছুটির বিষয়টি জানা যাবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কতদিন ছুটিতে থাকছেন এ বিষয়ে হিসাব রাখা সহজ হবে। এতে করে অধস্তন আদালতের বিচারকদের ভোগান্তি কমবে।

১৫। কারাদন্ডসহ অর্থদন্ডে দন্ডিত কারাবন্দীদের অর্থদন্ড পরিশোধ সহজীকরণঃ

কারাদন্ডসহ অর্থদন্ডে দন্ডিত কারাবন্দীদের অর্থদন্ড পরিশোধ সহজীকরণ করার বিষয়ে গত ০২/০৯/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে হাইকোর্ট বিভাগ হতে ০৫/২০১৬এ নম্বর সার্কুলার জারী করা হয়। এতে কারাবন্দীদের অর্থদন্ড পরিশোধে ভোগান্তির পরিমাণ বহুলাংশে লাঘব হবে।

১৬। সার্কুলার/Practice Direction ইস্যু সংক্রান্তঃ

প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে দেশের সকল আদালতে চলমান মামলাজট নিরসন ও দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে সময় সময় সার্কুলার/Practice Direction ইস্যু করা হচ্ছে।

১৭। বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি ও মামলা নিস্পত্তির অগ্রগতিঃ

প্রধান বিচারপতির দায়িত্বভার গ্রহণের পর আমি ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ময়মনসিংহসহ অনেকগুলো জেলা পর্যায়ের আদালত পরিদর্শন করেছি। এ সময় বিভিন্ন জেলায় জুডিসিয়াল কনফারেন্সে যোগদান করি এবং মূল্যবান নির্দেশনা প্রদান করি। জুডিসিয়াল কনফারেন্সএবং পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স নিয়মিত অনুষ্ঠানের বিষয়ে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হতে সার্কুলার জারী করা হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং সুপ্রীম কোর্টের নিরবিচ্ছিন্ন মনিটরিং এবং প্র্যাকটিস ডিরেকশন ইস্যুর ফলে বিচারকদের মধ্যে দ্রুত বিচার নিস্পত্তির স্পৃহা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় যা পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দৃশ্যমান হবে। পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয় যে, বর্তমান বছরে দেশের নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে মামলা নিস্পত্তির হার বিগত বছরের এ সময়ের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের সকল আদালতে ২০১৪ সালে নিস্পত্তিকৃত ১৩,০৪,৫৪৪টি মামলা এবং ২০১৫ সালে নিস্পত্তি হয়েছে ১৪,২৬,৬৭৬টি মামলা। উচ্চ আদালতে বর্তমানে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৪,২৭,১৫৪ এবং নিম্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২৭,১২,১২১। সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে বর্তমানে ৯৮ জন (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ৩ জন সহ) বিচারক কর্মরত আছে। নিম্ন আদালতে ১৫০০ বিচারকের মধ্যে প্রেষণ ব্যতীত কেবল ১৩০০ বিচারক বিচারকার্য পরিচালনা করছে। এত অল্পসংখ্যক বিচারক দ্বারা ৩০ লক্ষের অধিক বিচারাধীন মামলা নিস্পত্তি করা সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রতিদিন নতুন মামলা দায়ের হচ্ছে। সংগত কারণে বর্তমানে নিম্ন আদালতের শূন্য পদসমূহে দ্রুত বিচারক নিয়োগ দেওয়া আবশ্যক।

১৮। ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমী প্রতিষ্ঠার জন্য ২৫ একর জমি বরাদ্দ সংক্রান্তঃ

সুষ্ঠু ও দ্রুত বিচার নিস্পত্তির জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের প্রতিবেশী দেশসহ পৃথিবীর সকল দেশে বিচারক ও বিচার প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আধুনিক প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ দেয়ার জন্য **National Judicial Academy** প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এতে Forensic Laboratory, DNA Laboratory, Cyber Crime Detecting Method, Digital Evidence Recording System, IT Based Case Management সুবিধা রয়েছে। আমাদের দেশের উচ্চ আদালতের বিচারকদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষনের কোনো ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের কয়েকজন বিচারপতি ভারতের ভূপালে অবস্থিত **National Judicial Academy** তে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এ প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁদের জানার পরিধিকে আরো বিস্তৃত করেছে মর্মে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেন। একটি পূর্নাঙ্গ ও আধুনিক মধ্যম মানের **National Judicial Academy** স্থাপন করার জন্য কমপক্ষে ২৫ একর জমি প্রয়োজন। ২৫ একর জমি পাওয়া গেলে সুপ্রীম কোর্টের তত্ত্বাবধানে এবং দেশী-বিদেশী দাতা সংস্থার অর্থায়নে একটি **National Judicial Academy** স্থাপন করার কাজ শুরু করা সম্ভব। **National Judicial Academy** স্থাপনের পটভূমি, প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনীয়তা সবিস্তারে উল্লেখপূর্বক সাভার, কেরানীগঞ্জ অথবা গাজীপুরে কমপক্ষে ২৫ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করার জন্য বিগত ২২/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্র প্রেরণ করা হয়। বিষয়টি নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ব্যক্তিভাগে আলোচনা করেছি। কিন্তু অদ্যাবধি আশাব্যঞ্জক কোন ফল পাওয়া যায় নি।

১৯। Judicial Administration Training Institute (JATI) এর সম্প্রসারণঃ

এখানে উল্লেখ্য যে, Judicial Administration Training Institute (JATI) এর স্থান সংকুলান এতই কম যে এখানে আধুনিক প্রশিক্ষণের পরিবেশ নাই বললেই চলে। JATI বিল্ডিং কে এমনভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে যাতে অন্ততঃ ১০০ জন বিচারককে একই সময়ে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়। এতে মহিলা ও পুরুষ বিচারকদের জন্য পৃথক ডরমেটরি, আধুনিক লাইব্রেরী, ইনডোর এবং আউটডোর গেম এর ব্যবস্থা থাকতে হবে। JATI বিল্ডিং এর সংলগ্ন PWD এর সংশ্লিষ্ট প্লটসহ আবদুল গণি রোডে অবস্থিত আইন মন্ত্রণালয়ের মালিকানাধীন জায়গা JATI বিল্ডিং সম্প্রসারণের জন্য অপরিহার্য। উক্ত জায়গা JATI অনুকূলে হস্তান্তর করার জন্য প্রায় তিন বছর আগ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তেমন কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

২০। সুপ্রীম কোর্টের অবকাঠামোগত উন্নয়নঃ

বিচার সংক্রান্ত বস্তু ও ঐতিহাসিক স্মারকসমূহ সংগ্রহ করে সুপ্রীম কোর্ট জাদুঘর ও একটা আর্কাইভ থাকা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্থান সংকুলানের অভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না। ৩০শে জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের পরে পুরাতন হাইকোর্ট ভবন হতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলেও এর কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা, জেল হত্যা মামলা, দশ ট্রাক অস্ত্র মামলা, একুশে আগস্ট গ্রেনেড হত্যার মতো মর্মান্তিক মামলাগুলো যদি জেলা আদালতে হতে পারে তাহলে যুদ্ধাপরাধীর মামলার বিচার সুপ্রীম কোর্ট অঙ্গনের বাইরে হতে কোনো অসুবিধা নাই। সুপ্রীম কোর্টে বিচারকদের বসার accommodation সংকট রয়েছে। সুপ্রীম কোর্টে কোনো প্রশাসনিক ভবন নাই। সুপ্রীম কোর্ট এর বিচারক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শিশুদের পরিচর্যার জন্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ডে কেয়ার সেন্টার এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট মেডিক্যাল সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার তীব্র সংকট রয়েছে। সুপ্রীম কোর্টে পুলিশ ব্যারেকের জন্য কোন accommodation নাই। ফলে সুপ্রীম কোর্টের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না। সীমিত পরিবেশে সুপ্রীম কোর্ট জাদুঘরে ঐতিহাসিক স্মারকসমূহ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। পুরাতন হাইকোর্ট ভবন হতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হলে সুপ্রীম কোর্টের তীব্র অবকাঠামোগত সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে। এ বিষয়ে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আমি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আবারো অনুরোধ করছি।

২১। Temple of Justice:

বিচার প্রক্রিয়ায় ভুল ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু বিচার ব্যবস্থা এবং বিচার বিভাগ সম্পর্কে জনগণের মনে আস্থা থাকতে হবে আর এ আস্থা আমাদেরকেই তৈরি করতে হবে। । সুপ্রীম কোর্টে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে যেখানে এসে একজন বিচারপ্রার্থী মানসিকভাবে বিচার বিভাগ সম্পর্কে একটা positive ধারণা পোষণ করবে। এ ধারণা তৈরি Chief Justice বা সুপ্রীম কোর্ট এর একার পক্ষে সম্ভব না। এই ধারণা এবং বিশ্বাস তৈরির দায়িত্ব বাংলাদেশের সকল বিচারকের। দেশের প্রতিটি নিম্ন আদালতের পরিবেশ এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে বিচারপ্রার্থী জনগণ আদালত অঙ্গনে প্রবেশ করার সাথে সাথে বিচার ব্যবস্থার প্রতি তার বিশ্বাস এবং আস্থার মাত্রা বেড়ে যায়। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন আদালতে হাজার হাজার বিচারপ্রার্থী আসে। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্রামাগার ও শৌচাগার নাই। মহিলাদের জন্য পৃথক কোনো টয়লেট এর ব্যবস্থা নাই। সাক্ষীদের জন্য বসার স্থান নাই। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক শৌচাগার ও বিশ্রামাগার জরুরী ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে। আমি সকল বিচারককে বলবো, সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকলে আমরা আমাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যেও জনগনের আস্থা অর্জনের সক্ষম হবো।

২২। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উদ্যোগে পরিবেশ ও জলবায়ুর উপর প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন:

সুপ্রীম কোর্টের ইতিহাসে এই প্রথম সুপ্রীম কোর্ট ও এশিয়ান ডেভোলপমেন্ট ব্যাংক এর যৌথ উদ্যোগে পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক দুই দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২৫-২৬ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ হোটেল রেডিসনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলন দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য বিচারক, পরিবেশ বিশেষজ্ঞের একটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। উক্ত সম্মেলনে পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং বিভিন্ন দেশের আদালত, পরিবেশ এবং জলবায়ু সংরক্ষণে গৃহীত ভূমিকা, পদক্ষেপ এবং উহা বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এতে বিচারকদের মধ্যে পরিবেশ এবং জলবায়ু সম্পর্কে একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তাছাড়া এতে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে।

২৩। <u>দুর্নীতি রোধে বিচার বিভাগের ভূমিকা:</u>

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায় দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ ও চোরাচালানি। দুর্নীতি দেশের উন্নয়নের প্রায় ৪০ শতাংশ ধ্বংস করে। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা কেবলমাত্র বিচার বিভাগই তৈরি করে। দেশের গত ২/৩ বছরে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তার পিছনে বিচার বিভাগের অবদান অনস্বীকার্য। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স দেখিয়েছে বিচার বিভাগ। সুপ্রীম কোর্ট দুর্নীতির মামলা থেকে শুরু করে, স্বর্ণ চোরাচালান সব ধরণের মামলাতে কোনরকম ছাড় দেয়নি। ইনকাম ট্যাক্সসহ রেভিনিউ সংশ্লিষ্ট যত মামলা ছিল সবগুলোই উচ্চ আদালত হতে রাষ্ট্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশাল অবদান রেখেছে বিচার বিভাগ। কখনও নিম্ন আদালত থেকে দুর্নীতি বা চোরাচালানির মামলার জামিন হলেও সেগুলো বাতিল করেছে উচ্চ আদালত। এভাবেই বিচার বিভাগ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সব সময় অবদান রেখে আসছে।

আমি রাষ্ট্রের কোন অঙ্গ-বিভাগ বা সংস্থার সমালোচনা করছি না। রাষ্ট্রের প্রতিটি সংস্থা অন্য সংস্থার উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগীতায় লিপ্ত। শুধু সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলোই নয় রাষ্ট্রের বিভাগগুলোও এ প্রতিযোগিতার বাইরে নেই। কেবলমাত্র বিচার বিভাগই এর ব্যতিক্রম। যারা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকে, তাঁদের মধ্যে এ আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা বেশি মাত্রায় প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বিচার বিভাগ এ প্রতিযোগীতায় কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি এবং করবেও না। বরং আমারা সব সময় চেষ্টা করেছি রাষ্ট্রের বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য শাসনতন্ত্র আমাদের উপর যতটুকু দায়িত্ব এবং ক্ষমতা অর্পণ করেছে আমরা শুধু ততটুকুই করবো। আমি আশা করব রাষ্ট্রের অন্যান্য বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানও বিচার বিভাগকে সেভাবেই সহযোগিতা করবে।

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক Montesquieu এর উক্তির প্রতিধ্বনি করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো:

"When the legislative and executive powers are united in the same person, or in the same body of magistrates, there can be no liberty. . . . Again, there is no liberty, if the judiciary power be not separated from the legislative and executive. Were it joined with the legislative, the life and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control; for the judge would then be the legislator. Were it joined to the executive power, the judge might behave with violence and oppression. There would be an end to everything, were the same man, or the same body, whether of the nobles or of the people, to exercise those three powers, that of enacting laws, that of executing the public resolutions, and of trying the causes of individuals."

আজকের এ অনুষ্ঠান আয়োজন ও বাস্তবায়নে যারা সহযোগিতা করেছে তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

সবাইকে আবারো শুভেচ্ছা জানিয়ে জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন ২০১৬ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করলাম।

সবাইকে ধন্যবাদ ও ইংরেজি নববর্ষের অগ্রিম শুভেচ্ছা।